গাঠনিক মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম সম্পর্কিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

Teachers’ Guidelines for Formative Assessment and Remediation

বিষয়: বাংলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়: লার্নিং এক্সিলারেশন ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (লেইস) প্রজেক্ট

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১. ভূমিকা	১
২. গাঠনিক মূল্যায়নের ধারণা	২
৩. গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	২
৩.১ কেন মূল্যায়ন করব?	২
৩.২ কখন মূল্যায়ন করব?	৩
৩.৩ কী মূল্যায়ন করব?	৩
৩.৪ কীভাবে মূল্যায়ন করব?	৪
৩.৪.১ টুলস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়	৪
৩.৪.২ বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়	৫
৩.৫ বলার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	৬
৩.৬ লেখার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	৮
৩.৭ শোনার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন	১২
৩.৮ পড়ার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন	১৪
৩.৯ আবেগিক দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন	১৫
৩.১০ অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন	১৭
৩.১১ বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন	১৯
৪. ফলাবর্তন (Feedback)	২০
৪.১ ফলাবর্তনের ধারণা	২০
৪.২ ফলাবর্তনের ধরন	২০
৪.৩ কার্যকর ফলাবর্তনের বৈশিষ্ট্য	২০
৪.৪ ফলাবর্তন কৌশল	২১
৪.৫ কার্যকর ফলাবর্তনের বিবেচ্য বিষয়	২১
৪.৬ কার্যকর ফলাবর্তনের উদাহরণ	২২
৫. নিরাময়মূলক সহায়তা	২৪
৫.১ নিরাময়মূলক সহায়তা কৌশল	২৪
৫.২ নিরাময়মূলক কৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়	২৫
পরিশিষ্ট: শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন দক্ষতা ও শিখনফলের তালিকা	২৭

১. ভূমিকা

মূল্যায়ন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করা। মনোবিজ্ঞানী গ্রোনল্যান্ড এবং লিন (Grondland & Linn) এর মতে "শিক্ষার্থীরা শিখন উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন।" সুশীল রায় এর মতে "শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী শিখন-শেখানো প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির মান বিচার করার জন্য যে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাই হচ্ছে মূল্যায়ন।" মূল্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানপরিধি ও গুণাগুণ বিচার করা নয় বরং জ্ঞান অর্জনে তাদেরকে উৎসাহিত করা।

শিক্ষা যেহেতু একটি গতিশীল প্রক্রিয়া তাই এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আচরণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। ব্যক্তির এই পরিবর্তন ও বিকাশ কতটা কীভাবে সংগঠিত হয় তা জানার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন । এর সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটুকু সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। সকল বিষয়ের মূল্যায়ন একইভাবে করা হয় না। পাঠ্যবিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে শিখন শেখানো কার্যক্রমে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তেমনি মূল্যায়ন পদ্ধতিও হয় ভিন্নতর।

আমরা একটি শিক্ষাবর্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। এসকল ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যও ভিন্ন হতে পারে। যেমন, আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয় বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করার জন্য অনেক সময় প্রশ্ন করি যা এক ধরনের মূল্যায়ন। আবার বার্ষিক পরীক্ষায় আমরা তাদেরকে লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করি। স্বভাবতই দু'টি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন। শিখন মূল্যায়নের সময় ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- গাঠনিক মূল্যায়ন
- সামষ্টিক মূল্যায়ন
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শিক্ষাবর্ষের কোনো একটি পর্যায়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর (যেমন, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ইত্যাদি) বা শিক্ষাবর্ষের সকল শিখন শেখানো কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর (যেমন বার্ষিক, এসএসসি পরীক্ষা) শিক্ষার্থী কী শিখল তা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন করা হয় তাই সামষ্টিক মূল্যায়ন। এটি সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদন করা হয়। এরূপ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান করা। এরূপ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার কৃতিত্বের গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে দুর্বল শিক্ষার্থীকে ফিডব্যাক দেওয়া বা ভুলত্রুটি সংশোধন করার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই সামষ্টিক মূল্যায়নকে সত্যিকার অর্থে শিখনের মূল্যায়ন বা Assessment of Learning বলা হয় ।

গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষক তাঁর নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এরূপ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এরুপ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করা, গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা নয়। অর্থাৎ মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ঘাটতি ধরা পড়লে সাথে সাথে শিক্ষক তার প্রতিকার করতে পারেন ফলে শিক্ষার্থীর শিখনের ঘাটতি পূরণ হয়, পরবর্তী পাঠের জন্য তার ভিত্তি মজবুত হয় এবং তার আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন হচ্ছে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি সমন্বিত রূপ। শিখন শেখানো কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় পরিচালিত একটি গাঠনিক মূল্যায়ন কাজকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হিসাবে বিবেচনা করা যায় যদি ঐ মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীর সবলতা-দুর্বলতা চিহ্নিত করা ও ফলাবর্তনের পাশাপাশি মূল্যায়নের ফলাফলকে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা ফলাফলকে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

২. গাঠনিক মূল্যায়নের ধারণা

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম বা শ্রেণি কার্যক্রম চলমান থাকা অবস্থায় কোনোকিছু শেখানোর সময় শিক্ষার্থী সঠিকভাবে শিখছে কিনা তা যাচাই করার জন্য যে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাই গাঠনিক মূল্যায়ন। প্রতিদিন শ্রেণির কাজ চলাকালীন শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীর এ মূল্যায়ন করে থাকেন। এরূপ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটুকু শিখেছে, তার কাছে প্রত্যাশা কী এবং তাকে আর কতদূর যেতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অবহিত হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পাঠদান ও মূল্যায়ন একই সাথে চলতে থাকে। গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুটি মূল্যায়ন দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্লিষ্টতা সর্বজনবিদিত। এগুলো হচ্ছে- শিখনের জন্য মূল্যায়ন (*Assessment for Learning*) এবং শিখন হিসেবে মূল্যায়ন (*Assessment as Learning*) । প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূল্যায়নকে শিক্ষক কর্তৃক শিখন সহায়তা প্রদানের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সবলতা দুর্বলতা চিহ্নিত করেন, সফল হওয়ার জন্য বা সফলতা ধরে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। অর্থাৎ শিক্ষক একজন সক্রিয় গাইড হিসেবে কাজ করেন। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মূল্যায়নকে আলাদা বিষয় হিসেবে না দেখে শিখনেরই একটি অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিখনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে নিজেদের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় সাব্যস্ত করতে পারে। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তারা ইতোমধ্যে কী কী শিখেছে; নির্ধারণ করতে পারে কী কী শিখতে পারেনি এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজেদের অর্জনকে আরও উন্নত করতে তাদের আর কী শেখা প্রয়োজন। এই শিখন যাচাই কার্যক্রমে শিক্ষক শুধু একজন সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন।

ধরা যাক, বাংলা বিষয়ের একজন শিক্ষক ষষ্ঠ শ্রেণির একটি নির্বাচিত গদ্যের ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাসের শেষ পর্যায়ে তিনি শিক্ষার্থীদের গদ্য থেকে একটি অংশ পড়তে দিলেন এবং কিছু প্রশ্ন করলেন। শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী পাঠটি যথাযথভাবে বুঝতে পারেনি। গদ্যের পঠিত অংশ ও শিক্ষার্থীদের উত্তর পর্যালোচনা করে তিনি বুঝতে পারলেন যে কিছু অপরিচিত শব্দ ও জটিল বাক্য বিন্যাসের কারণে পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে। তাই তিনি অপরিচিত শব্দগুলোর অর্থ এবং জটিল বাক্যের বিষয়গুলো আরেকবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর অনুশীলনের জন্য একটি নতুন অনুচ্ছেদ সরবরাহ করলেন। এটি গাঠনিক মূল্যায়নের একটি উদাহরণ, যেখানে শিক্ষকের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করে তা পূরণে সহায়তা প্রদান করা।

৩. গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

কার্যকর গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত। এজন্য কিছু বিষয় আমাদের শুরুতেই ঠিক করে নিতে হবে। যেমন-

- কেন মূল্যায়ন করব?
- কখন মূল্যায়ন করব?
- কী মূল্যায়ন করব?
- কীভাবে মূল্যায়ন করব? ইত্যাদি।

৩.১ কেন মূল্যায়ন করব?

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর গ্রেডিং (এ প্লাস, এ মাইনাস, উত্তীর্ণ, অনুত্তীর্ণ) বা তা জানার জন্য গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) নয়। এটি আমাদের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমের অংশ। শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা অনুযায়ী শিখছে কিনা, বিচ্যুতি থাকলে তা কেন হচ্ছে— তাদের সক্ষমতার অভাবে না টিচিং অ্যাপ্রোচের কারণে, এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই গাঠনিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাহলে আমরা বলতে পারি, গাঠনিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের দুর্বলতা ও শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতির কারণ নিরূপণ করা
- চিহ্নিত শিখন ঘাটতি দূর করার জন্য কার্যকর ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং প্রয়োজনে পুনঃমূল্যায়ন ও নিরাময় কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা

৩.২ কখন মূল্যায়ন করব?

গাঠনিক মূল্যায়ন একটি পাঠের শুরুতে, পাঠ চলাকালীন বা পাঠের শেষে যেকোনো সময় পরিচালনার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, আমরা যদি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করি; সেক্ষেত্রে শুরুতেই একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান (যেমন— ক্রিয়া ও যোজকের ধারণা) কতটা আছে তা যাচাই করে নেওয়া যায়। এই তথ্য আমাদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্রিয়া ও যোজক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই (যা পূর্বের কোনো পাঠে শেখার কথা) তাহলে উচিত হবে বাক্য সম্পর্কিত পাঠ পরিচালনার সময় বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শুরুতেই ক্রিয়া ও যোজক নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া। কারণ ক্রিয়া ও যোজক সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকলে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য সম্পর্কে পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়বে। পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম চলার সময় বা শেষ পর্যায়েও গাঠনিক মূল্যায়ন করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শিখছে কিনা বা কী শিখলো তা যাচাই করা সম্ভব।

৩.৩ কী মূল্যায়ন করব?

বাংলা বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা প্রতিদিন যেসকল বিষয় বা পাঠের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করি সেগুলো হচ্ছে—

- বাংলা প্রথম পত্রের ক্ষেত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক।
- বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশে অনুচ্ছেদ, সারাংশ, সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ, পত্র, দরখাস্ত, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত বিষয় বা পাঠগুলোর শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যাশা থাকে পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষায় যথাযথভাবে লিখতে পারে তা নিশ্চিত করা। এই চাওয়া মূলত শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখার দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত। যেমন, আমরা একটি গল্পের শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে ঐ গল্পের কোনো চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বলি। এক্ষেত্রে সাধারণত আমরা চাই যে শিক্ষার্থীরা ***পড়া ও লেখার দক্ষতা*** অর্জন করুক।

বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রমে লেখা ও পড়ার দক্ষতার পাশাপাশি বলা ও শোনার দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিখনফল সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। যেমন, ***শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শুনে ও পড়ে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে*** (বলার দক্ষতা) বা ***শিক্ষার্থী বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শোনার দক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে***(শোনার দক্ষতা)।

[শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন দক্ষতা ও শিখনফলের তালিকা দেখতে পরিশিষ্ট দেখুন]।

বিদ্যালয়ের সাময়িক, বার্ষিক বা পাবলিক পরীক্ষায় বলা ও শোনার দক্ষতা যাচাই করা হয় না বিধায় আমরা নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমে এ দুটি দক্ষতার অনুশীলনে তেমন গুরুত্ব দেই না। অথচ শিক্ষাক্রমে চারটি দক্ষতাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ভাষা দক্ষতা অর্জন যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে শোনা ও বলার দক্ষতার অনুশীলনকে আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাকেও আমরা নিয়মিত শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রায়ই এড়িয়ে চলি; এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর আবেগিক দক্ষতা অর্থাৎ আচরণ ও মূল্যবোধের অনুশীলন এবং মূল্যায়ন। অথচ শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী কর্তৃক যে সকল দক্ষতা অর্জনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-

- পড়ার দক্ষতা
- লেখার দক্ষতা
- বলার দক্ষতা
- শোনার দক্ষতা
- আবেগিক দক্ষতা (আচরণ ও মূল্যবোধ)

শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা এসকল দক্ষতা অর্জন করেছে কিনা গাঠনিক মূল্যায়নের সময় তা-ই আমাদের যাচাই করতে হবে। এসকল দক্ষতাকে আমরা বাংলা বিষয়ের গাঠনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবেও অভিহিত করতে পারি।

৩.৪ কীভাবে মূল্যায়ন করব?

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, গাঠনিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা। সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি বোঝা খুবই জরুরি। পড়া, লেখা, বলা বা শোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখন অর্জনের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহার করা যায়। নিচে কয়েকটি পদ্ধতি ও টুলসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এর বাইরে আরও পদ্ধতি ও টুলস থাকতে পারে।

মূল্যায়নের পদ্ধতি	টুলস
মৌখিক প্রশ্নোত্তর (Oral Questioning)	প্রশ্নের তালিকা, অডিও রেকর্ডার, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
পর্যবেক্ষণ (Observation)	চেকলিস্ট, রেটিং স্কেল, ফিল্ড নোট, ভিডিও রেকর্ডিং
লিখিত পরীক্ষা (Written Test), শ্রেণি অভীক্ষা (Class Test)	প্রশ্নপত্র, রুব্রিক্স, উত্তরপত্র
প্রকল্প/ অনুসন্ধানমূলক কাজ (Project/Investigation Work)	রুব্রিক্স, প্রেজেন্টেশন স্লাইড, প্রকল্প রিপোর্ট
পোর্টফোলিও মূল্যায়ন (Portfolio Assessment)	শিক্ষার্থীর কাজের ফোল্ডার, ইলেকট্রনিক পোর্টফোলিও, স্কোরিং শিট

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে **চেকলিস্ট** একটি কার্যকরী টুল হতে পারে। **প্রকল্প কাজের** ক্ষেত্রে, **রুব্রিক্স** শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়নে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে। **ডিজিটাল মূল্যায়ন** পদ্ধতিতে **গুগল ফর্ম** বা **কাহুট** (Kahoot) এর মতো টুলস সহজে তথ্য সংগ্রহ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি একটি পদ্ধতি ও টুলস যেকোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি? স্বভাবতই উত্তর হচ্ছে ‘না’। কারণ, বিভিন্ন পদ্ধতি ও টুলস এর মধ্যে কাঠামোগত ও প্রকৃতিগত ভিন্নতা আছে। চলুন জেনে নেই মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস নির্বাচনে আমরা কী কী বিষয় বিবেচনা করতে পারি।

৩.৪.১ টুলস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

একটি পাঠের (গল্প, কবিতা, নাটক, অনুচ্ছেদ, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি) শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যে দক্ষতা বা দক্ষতাসমূহের গাঠনিক মূল্যায়ন করা হবে সেই দক্ষতা বা দক্ষতাসমূহের প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া একটি পাঠ পরিচালনার সময় কোন ধরনের দক্ষতাসমূহ মূল্যায়নের সুযোগ আছে তাও বিবেচনা করতে হবে। ধরা যাক, প্রমিত বাংলায় কথা বলার দক্ষতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করছে কিনা তা আমরা যাচাই করতে চাই । এক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে *লিখিত পরীক্ষা* এবং টুলস হিসেবে *প্রশ্নপত্র* ব্যবহার করা কি উচিত হবে? উত্তর হচ্ছে ‘না’। কারণ পেপার পেন্সিল টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমিত বাংলায় কথা বলার দক্ষতা (যেমন— প্রমিত উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, আঞ্চলিকতার উপস্থিতি) যাচাই করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে *পর্যবেক্ষণ* এবং টুলস হিসেবে *চেকলিস্ট* বা *রুব্রিক্স* গাঠনিক মূল্যায়নের উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে। আবার আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় প্রমিত বাংলা বানানের সাধারণ নিয়ম শিক্ষার্থীরা কতটা জানে তা যাচাই করা তাহলে পেপার-পেন্সিল টেস্ট দিয়েই উদ্দেশ্য অর্জন হতে পারে।

৩.৪.২ বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, বাংলা বিষয়ের মূল্যায়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে,

- পড়ার দক্ষতা
- লেখার দক্ষতা
- বলার দক্ষতা
- শোনার দক্ষতা
- আবেগিক দক্ষতা

শিক্ষার্থীর লিখিত কোনো উত্তরের কী কী বিষয় বিবেচনা করে আমরা তার লেখার দক্ষতা যাচাই করতে পারি বা শিক্ষার্থীর মৌখিক উপস্থাপনার কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে তার বলার দক্ষতা যাচাই করা যায় বা শিক্ষার্থীর আচরণের কোন কোন

বিষয় বিবেচনা করে তার আবেগিক দক্ষতা যাচাই করা যায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা কার্যকর গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করেই ঐ দক্ষতা অর্জনের পথে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থীর, কোন ক্ষেত্রে, কী সহায়তা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে।

বিভিন্ন দক্ষতা মূল্যায়নের সময় আমরা সাধারণত যে সকল বিষয় মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে পারি সেগুলো হচ্ছে—

পড়ার দক্ষতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	লেখার দক্ষতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	বলার দক্ষতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	শোনার দক্ষতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	আবেগিক দক্ষতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়
- পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করা: পাঠ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করা, পাঠের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করা ইত্যাদি **- পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করা:** পাঠের অপরিচিত শব্দের অর্থ অনুমান করা বা পাঠের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক চিহ্নিত করা ইত্যাদি **- পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা:** পাঠের কোনো অংশের মর্ম উদ্ধার করা, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা, পাঠের মূল বক্তব্য বোঝা ইত্যাদি	**-বিষয়বস্তু: সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিকভাবে লেখা বা** লেখায় পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দেওয়া - ধারাবাহিকতা: ভূমিকা, মূল অংশ ও উপসংহার এর উপস্থিতি বা লেখার যুক্তিসঙ্গত ধারাবাহিকতা **- বানান: প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ** **-যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার: যতি ও বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার** -শব্দচয়ন: লেখার ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার - **বাক্য গঠন:** পদবিন্যাস অনুযায়ী বাক্য তৈরি করা। **- সৃজনশীলতা:** মৌলিক এবং সৃজনশীল লেখা বা ভাষার শৈল্পিক ব্যবহার	**- উচ্চারণ: ধ্বনি**/শব্দের প্রমিত উচ্চারণ **- শব্দভাণ্ডার:** কথোপকথনের উপযুক্ত শব্দচয়ন বা একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করা। **-বাচনভঙ্গি:** বলার সময় সঠিক টোন (স্বরভঙ্গি) ও ছন্দ বজায় রাখা **- সাবলীলতা:** স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় বিরতি না নেওয়া বা সাজিয়ে উপস্থাপন করা। - **আত্মবিশ্বাস:** কথোপকথনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও চোখের যোগাযোগ বজায় রাখা।	**- মূল ভাব বোঝা:** বক্তার মূল বক্তব্য স্পষ্টভাবে ধরতে পারা **- তথ্য শনাক্ত করা:** গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারা **- বাক্ ও স্বরভঙ্গি অনুধাবন:** বক্তার স্বর, আবেগ ও উদ্দেশ্য ঠিকভাবে বুঝতে পারা **- অনুমান:** নতুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করতে পারা **-অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন:** শোনা তথ্য থেকে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে পারা	**- শৃঙ্খলা:** শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ, সময়মত উপস্থিতি **- সহযোগিতা:** সহপাঠীর শিখনে সাহায্য করা বা শিক্ষককে সাহায্য করা **- সহিষ্ণুতা:** সহপাঠীর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনা বা সহপাঠীর দুর্বলতাকে হেয় না করা **- নেতৃত্ব:** দলের সফলতার জন্য চেষ্টা করা বা দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বা দলনেতার আদেশ মেনে চলা **- শিখনের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ।** **- সততা:** শ্রেণি কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন **- সক্রিয় অংশগ্রহণ:** শ্রেণি কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকা

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যতীত আরও ক্ষেত্র থাকতে পারে। এখানে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দক্ষতাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা না করা। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো পরস্পর পরিপূরক। যেমন শিক্ষার্থী গদ্যাংশ পড়ে বা শুনে তার মূলভাব লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারে। আবার তার শোনার আগ্রহ (আবেগীয় ক্ষেত্র) তার বোঝার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই গাঠনিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা করার সময় এটা জরুরি নয় যে, দক্ষতাগুলোকে সবসময় পৃথকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পাঠের ধরন ও অন্যান্য পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে একাধিক দক্ষতাকে একইসাথে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৩.৫ বলার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন

বলার দক্ষতা হলো মৌখিকভাবে ভাষা প্রকাশের দক্ষতা, যেখানে একজন ব্যক্তি স্পষ্ট ও কার্যকরভাবে তার চিন্তা, তথ্য বা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এটি শুধু শব্দ উচ্চারণের সঠিকতা নয়, বরং ভাষার প্রবাহ, উচ্চারণ, স্পষ্টতা, বাক্যের গঠন এবং যোগাযোগের দক্ষতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ধরা যাক, ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীকে তার প্রিয় গল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে বলা হলো। সে হয়তো বলবে—

"**আমার প্রিয় ছোট গল্প হলো 'কাবুলিওয়ালা'।** এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি অসাধারণ গল্প। গল্পটি একটি আফগান বিক্রেতা ও এক ছোট মেয়ের বন্ধুত্ব নিয়ে। গল্পটি আমাদের মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব শেখায়। আমি এই বইটি পড়ে অনেক কিছু শিখেছি।"

যদি শিক্ষার্থী স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে, তাহলে তার বলার দক্ষতা ভালো। কিন্তু যদি সে কথা বলতে গিয়ে বারবার আটকে যায়, খুব ধীরগতিতে বা অস্পষ্টভাবে বলে, তবে তার বলার দক্ষতার উন্নতি প্রয়োজন।

পূর্বের অধ্যায়ে বলার দক্ষতার ক্ষেত্রে উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার, বাচনভঙ্গি, সাবলীলতা এবং আত্মবিশ্বাস— এই পাঁচটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর গাঠনিক মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। এটা আবশ্যক নয় যে প্রতিটি গাঠনিক মূল্যায়নের সময় এই পাঁচটির সব কয়টিকেই মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিখনফলের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২/১টি ক্ষেত্র নিয়েও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

প্রক্রিয়াটি আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য এখন আমরা একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব। ধরা যাক, আমরা বাংলা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ৫ নং শিখনফলটি (*প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করতে পারবে*) অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কী তা যাচাই করতে চাই। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে একটি টেক্সট পড়তে দিয়ে সহজেই তাদের প্রমিত উচ্চারণে পাঠের দক্ষতা যাচাই করা যায়। শিক্ষার্থীরা যখন নির্ধারিত অংশ পাঠ করবে তখন আমরা তাদের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, সাবলীলতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করব এবং নোট রাখব। যেহেতু টেক্সট সরবরাহ করা হবে তাই এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিজেদের শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করার সুযোগ নেই। তাই এই ক্ষেত্রটি (শব্দভাণ্ডার) আমরা মূল্যায়ন করব না। তাহলে এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি পরিচালনা করার জন্য আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতিটি হবে পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন হবে একটি *রুব্রিক্স* যেখানে **বলার দক্ষতা** মূল্যায়নের জন্য উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, সাবলীলতা ও আত্মবিশ্বাস— এই চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি হবে নিম্নরূপ—

পাঠের শিরোনাম	: উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম (ব্যাকরণ)
শ্রেণি	: ষষ্ঠ
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করতে পারবে
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: অনুশীলন
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: নির্ধারিত গদ্যের (পাঠপুস্তক বহির্ভূত) সরব পাঠ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: পর্যবেক্ষণ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: টেক্সট (অনুচ্ছেদ), রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: বলার দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	**:** উচ্চারণ**,** বাচনভঙ্গি, আঞ্চলিকতা ও আত্মবিশ্বাস
	(আপনি প্রয়োজনমতো বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে নিতে পারেন)

একজন শিক্ষার্থীকে নিচের টেক্সট থেকে একটি করে অনুচ্ছেদ পড়তে বলা হবে এবং তার আলোকে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।
সময়: প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ২ মিনিট

শব্দের কথা

প্রত্যেক ভাষায় নানান সম্পদ আছে। শব্দের ভাণ্ডার তার মধ্যে একটা বড় সামগ্রী। শব্দের সম্পদ বাড়ালে যে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা যায় বেড়ে, সে ভাষাকে বলা যায় আরো উন্নত ভাষা। কিন্তু শব্দের সম্পদ বাড়ে কী করে? তার দুটো উপায় আছে: ধাতুর সঙ্গে বা শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করা যায়; আর যায় অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করে এনে।

বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারের দিকে একবার তাকাও। দেখবে, নানা উৎস থেকে শব্দ জড়ো হয়েছে সেখানে। কোনো শব্দ মূলে সংস্কৃতের ঘরে ছিল, এখন বাসা বেঁধেছে আমাদের ভাষায়। কোনো শব্দ সংস্কৃতের ঘর থেকে রূপ বদলে এসেছে। কোনো শব্দ

এসেছে পুরোনো অধিবাসীদের মুখ থেকে। কোনো শব্দ এসেছে বিদেশ থাকে জাহাজে চড়ে। সব শব্দই ঠাঁই করে নিয়েছে আমাদের ভাষায়। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

নদী যেমন চলতে চলতে তার গতি বদলায়, নিজেকে বিস্তৃত করে দেয়, সঙ্কুচিত করে নেয়, ছোট বড় প্রশাখার রূপ ধরে; ভাষার গতিতেও তেমনি পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মুখেই মূল ভাষাস্রোত থেকে পৃথক হয়ে অন্যান্য ভাষা গড়ে ওঠে। এমনিভাবে বাংলাভাষাও একদিন স্বতন্ত্র চেহারায় দেখা দিল প্রায় বারো-তেরোশো বছর আগে। পৃথক হলো বটে, কিন্তু পূর্বপুরুষের সম্পত্তির ভাগ নিয়েই তবে সে আলাদা হলো।

বাংলাভাষার ভাগে উত্তরাধিকারসূত্রে যা এলো, তার মধ্যে শব্দসম্পদ একটা বড় জিনিস। আগের ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ ছিল, তার অনেকখানি বাংলাভাষা আত্মসাৎ করে নিল। এর মধ্যে একদল শব্দের কোনো বদল হলো না: পন্ডিতেরা সেসব শব্দকে বলেন তৎসম শব্দ। 'তৎসম' মানে 'তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। মোট শব্দসামগ্রীর হিশেবে বাংলাভাষায় তৎসম শব্দ আছে শতকরা ৪৪ ভাগ। কিন্তু কিছু সংস্কৃত শব্দের রূপ কালে-কালে বদলে গেল আমাদের উচ্চারণে। যেমন, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ 'জোৎস্না' উচ্চারণ বদলে হয়ে গেল 'জোছনা'। এমন সব শব্দকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম শব্দ।

আরেক দল শব্দ বাংলাভাষায় আসবার আগেই বদলে গিয়েছিল। সেগুলোকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। 'তদ্ভব' মানে 'তার থেকে উৎপন্ন' অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে তৈরি হয়েছে এমন শব্দ। যেমন সংস্কৃত 'রাজ্ঞিকা' শব্দটি 'রান্নিআ হয়ে গিয়েছিল আগেই; তার থেকে বাংলায় হলো 'রাণী। তবে সব তদ্ভব শব্দই সংস্কৃত মূল থেকে আসেনি; অন্য জাতের শব্দও সংস্কৃতের হাত ঘুরে এসেছে। এদেশের পুরোনো অধিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলত সেসব ভাষার অনেক শব্দও চেহারা বদলে এইভাবে বাংলার শব্দভাণ্ডারে এসে জমা হয়েছে।

আবার সেসব ভাষার অনেক শব্দ বিনা-ছদ্মবেশেই বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেমন, দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা আকাল বলি: ও-শব্দটা আসলে সাঁওতালি বা মুন্ডা ভাষার শব্দ। 'চাউল', 'চুলা' ও তাই। পাক-ভারতের অন্য ভাষার শব্দ থেকেও কিছু কিছু শব্দ ধার করা হয়েছে। যেমন, গুজরাটি শব্দ 'হরতাল', পাঞ্জাবি শব্দ 'চাহিদা'। অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব এবং ধারেকাছের অন্যভাষার ধার-করা শব্দকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেশি শব্দ বলা যায়। বাংলাভাষায় এই জাতীয় শব্দের পরিমাণ ৫১.৪৫ ভাগ।

বাকি শব্দগুলো কোত্থেকে এলো? সেগুলো হচ্ছে বিদেশি শব্দ। মোট বিদেশি শব্দের পরিমাণ শতকরা ৪.৫৫ ভাগ। এর মধ্যে ফারসি এবং ফারসি ভাষার সূত্রে আগত আরবি, তুর্কি প্রভৃতি শব্দের পরিমাণ শতকরা ৩.৩০; আর ইউরোপীয় শব্দের পরিমাণ শতকরা ১.২৫। অন্যান্য ভাষারও কিছু শব্দ আছে; কিন্তু সংখ্যায় তারা এত কম যে, শতকরা হিসেবে প্রায় কিছু না।

মূল্যায়ন রুবিক্স

(শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য)

মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	উত্তম	সন্তোষজনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
উচ্চারণ	সকল ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পেরেছে।	২/১টি ব্যতীত অন্যান্য ধ্বনি ও শব্দ প্রমিত উচ্চারণ করতে পেরেছে।	অধিকাংশ ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণে সমস্যা হয়েছে।
বাচনভঙ্গি	বলার সময় সকল ক্ষেত্রে সঠিক **টোন (স্বরভঙ্গি)** ও ছন্দ বজায় রেখেছে।	২/১টি জায়গা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক **টোন (স্বরভঙ্গি)** ও ছন্দ বজায় রেখেছে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে **টোন (স্বরভঙ্গি)** ও ছন্দ বজায় রাখতে পারেনি।
আঞ্চলিকতা	বলার সময় কোনো আঞ্চলিকতা প্রকাশ পায়নি।	২/১টি জায়গা ব্যতীত বলার সময় কোনো আঞ্চলিকতা প্রকাশ পায়নি।	বলার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা প্রকাশ পেয়েছে।
আত্মবিশ্বাস	বলার সময় পূর্ণমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিল।	বলার সময় স্বল্প মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিল।	আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল।

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ ছক

(প্রযোজ্য ঘরে টিক √ চিহ্ন দিন)

(৩=উত্তম, ২=সন্তোষজনক, ১=সহযোগিতা প্রয়োজন)

শিক্ষার্থীর	উচ্চারণ			বাচনভঙ্গি			আঞ্চলিকতা			আত্মবিশ্বাস		
রোল নং	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১
১												
২												
৩												

৩.৬ লেখার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন

লেখার দক্ষতা হলো কোনো টেক্সট পড়ে/শুনে, বুঝে সেটির বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ নিজের ভাষায় লিখিত আকারে প্রকাশ করার দক্ষতা। এটি লেখার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তথ্য উপস্থাপন, যুক্তি প্রদান এবং সৃজনশীলভাবে চিন্তা প্রকাশের সক্ষমতাকে বোঝায়। সঠিক যতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বানানের নির্ভুলতা, উপযুক্ত শব্দচয়ন, সঠিক বাক্য গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলোও লেখার দক্ষতার অংশ।

ধরা যাক একজন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীকে নিচের অনুচ্ছেদটি দেওয়া হলো:

> বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনো মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারাদি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া অবশ্যক। তেমনি একটি শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফল লাভ করে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য বুঝে নিজ ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখতে বললেন। যদি শিক্ষার্থী সঠিকভাবে মূল বিষয়টি উপলব্ধি করে সংক্ষেপে লিখতে পারে, তাহলে তার লেখার দক্ষতা ভালো। যদি সে মূল বক্তব্য না বুঝে এলোমেলোভাবে লিখে, তাহলে তার লেখার দক্ষতার উন্নতি প্রয়োজন।

এবার আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনফল কেন্দ্রিক লেখার দক্ষতা যাচাইয়ের দুটি উদাহরণ দেখবো।

উদাহরণ-১

পাঠের শিরোনাম	: "ফাগুন মাস" (ষষ্ঠ শ্রেণির চারুপাঠের একটি কবিতা)
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: শিক্ষার্থী ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিতে পারবে
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা (এখানে ফাগুন মাস)
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: প্রচলিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও কবিতার মূল বক্তব্য লিখে প্রকাশ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: শ্রেণি অভীক্ষা
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: প্রশ্ন, রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: লেখার দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার, বানান ও বাক্য গঠন

(আপনি প্রয়োজনমতো বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে নিতে পারেন)

সময়: ২০ মিনিট

প্রশ্ন

১. ফাগুনকে কেন দস্যি মাস বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো ।

২. তুমি কী মনে করো নিচের চিত্রকর্মটিতে ফাগুন **মাস কবিতার মূলভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে? যুক্তিসহ উত্তর দাও।**

মূল্যায়ন রুবিক্স

(শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে লেখার দক্ষতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য)

মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	উত্তম	সন্তোষজনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
বিষয়বস্তু	সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পেরেছে	২/১টি ব্যত্যয় ছাড়া প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় অস্পষ্টতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা লক্ষ করা গেছে
যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার	যতি ও বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করেছে	২/১টি ক্ষেত্র ব্যতীত যতি ও বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে যতি ও বিরামচিহ্নের ভুল ব্যবহার করেছে
বানান	প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পেরেছে	২/১টি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পারেনি
বাক্য গঠন	পদবিন্যাস অনুযায়ী সকল বাক্যগঠন সঠিক হয়েছে	২/১ টি বাক্য গঠনে ভুল হয়েছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্য গঠনে ভুল আছে

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ ছক

(প্রযোজ্য ঘরে টিক √ চিহ্ন দিন)

শিক্ষার্থীর ক্রম	বিষয়বস্তু			যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার			বানান			বাক্য গঠন		
	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
১												
২												

উদাহরণ-২

পাঠের শিরোনাম	: ব্যক্তিগত পত্র
শ্রেণি	: ষষ্ঠ
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে ও পড়তে পারবে
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: ব্যক্তিগত পত্র
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: ব্যক্তিগত চিঠি পঠন, লিখন
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: শ্রেণি অভীক্ষা
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: প্রশ্ন, রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: লেখার দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: বিষয়বস্তু, যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার, বানান, বাক্য গঠন **(আপনি প্রয়োজনমতো বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে নিতে পারেন)**

প্রশ্ন:

বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে বন্ধুর নিকট একটি আমন্ত্রণপত্র লেখো।

সময়: ১৫ মিনিট

মূল্যায়ন রুবিক্স

(শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে লেখার দক্ষতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য)

মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	উত্তম	সন্তোষজনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
ধারাবাহিকতা	পত্রের বিষয় ও কাঠামো (শিরোনাম ও পত্রগর্ভের বিভিন্ন অংশ) ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে	১টি ব্যত্যয় ছাড়া পত্রের বিষয় ও কাঠামো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে	একাধিক ক্ষেত্রে পত্রের বিষয় ও কাঠামোর ধাবাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি
শব্দচয়ন	প্রত্রের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছে	২/১টি ব্যত্যয় ছাড়া বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্রের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেনি
যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার	প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পেরেছে	২/১টি ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করে লিখতে পারেনি
বানান	পদবিন্যাস অনুযায়ী সকল বাক্যগঠন সঠিক হয়েছে	২/১ টি বাক্য গঠনে ভুল হয়েছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্য গঠনে ভুল আছে

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ ছক

(প্রযোজ্য ঘরে টিক √ চিহ্ন দিন)

শিক্ষার্থীর ক্রম	ধারাবাহিকতা			শব্দচয়ন			যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার			বানান		
	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
১												
২												
৩												
৪												
৫												

৩.৭ শোনার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন

শোনার দক্ষতা হলো তথ্য বা বক্তব্য শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারার দক্ষতা। এটি শুধু শব্দ শোনা নয়, বরং বক্তার বক্তব্যের অর্থ অনুধাবন, মূল বার্তা বোঝা, প্রাসঙ্গিক তথ্য গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষমতা বোঝায়।

ধরা যাক, একজন শিক্ষক ক্লাসে নিচের ছোটো গল্পটি বলছেন:

"একজন কৃষক তার জমিতে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মাটির নিচে একটি কলস পেলেন, যেখানে সোনার মুদ্রা ছিল। তিনি তা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জমা দিলেন এবং সততার জন্য পুরস্কার পেলেন।"

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করলেন:

১. কৃষক জমিতে কী করছিলেন?
২. তিনি কী পেলেন?
৩. কৃষক সেই বস্তুটি কী করলেন?

যদি একজন শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে গল্পটি শুনে সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার শোনার দক্ষতা ভালো।

উদাহরণ

পাঠের শিরোনাম	: পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত পঠিত বিষয়
শ্রেণি	: ষষ্ঠ
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পঠিত বিষয় উপস্থাপন ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: অনুশীলন
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: আবৃত্তি বা গদ্যপাঠ শোনানো এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: পর্যবেক্ষণ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: প্রশ্ন, চেকলিস্ট
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: শোনার দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: মূল ভাব বোঝা, তথ্য শনাক্ত করা, অনুমান, অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন **(আপনি প্রয়োজনমতো বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে নিতে পারেন)**

নিচের অনুচ্ছেদটি পাঠ করে অথবা অডিওর মাধ্যমে দুইবার শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে শোনানো হবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হবে। সময়: শোনানোর জন্য ৮ মিনিট, উত্তর লিখনের জন্য ২০ মিনিট

লুচি ফুলে উঠে কেন?

ফুলকো লুচি কথাটা খুবই চালু। লুচির লেচি ভালো করে বেলে গরম ঘিয়ে ঠিকমতো ছাড়লে তা ফুলে যায় কেন? লুচি ফুলে যাওয়ার কী কারণ হতে পারে? লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হলে কী হয়?

যেই লুচি গরম ঘিয়ে ছাড়া হয়, অমনি লুচির দুটো পিঠ আগে গরম ঘিয়ের ছোঁয়া পায়, কিন্তু ভেতরটা নয়। বাইরের দুটো তলে যে পানি থাকে তা জলীয় বাষ্প হয়ে উবে যায়। ফলে দুটো তল তখন পানিশূন্য। আর তেলে দুটো পিঠ ঢাকা, তাই দুটো বাইরের তলের অতি সূক্ষ্ম যে ছিদ্রপথে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারত, তাও বন্ধ।

এখন লুচির ভেতরে যে পানি থাকে, তার কী হবে? কড়াইতে লুচি ছাড়ার কিছু পরে সেই পানি গরম হয়ে বাষ্প হয়। এখন পানি থেকে যে বাষ্প হয়, পানির থেকে তার আয়তন অনেক বেশি। ফলে তা লুচির দুটো তলকে চাপ দেয়। সেই জন্য লুচি ফুলে ওঠে। কিন্তু তা এতবেশি নয় যে, লুচির খোলকে ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তাই ফুলকো লুচি আমরা খেতে পাই। লুচি খেতে বসে আঙুল দিয়ে সেই লুচি ভাঙবার সময় বেশ বোঝা যায়, ভেতরে গরম বাতাস অর্থাৎ বাষ্প রয়ে গেছে।

১. 'ফুলকো লুচি কথাটা খুবই চালু'— এখানে চালু বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২. লুচির ভেতর জলীয় বাষ্প আটকে যায় কেন?
৩. লুচি ফুলে উঠার কারণ তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

মূল্যায়ন রুবিক্স

(শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে শোনা দক্ষতার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার জন্য)

মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	উত্তম	সন্তোষজনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
মূল ভাব বোঝা	টেক্সট এর মূলভাব স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে	২/১টি ব্যত্যয় ছাড়া এর মূলভাব স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলভাব উপস্থাপনায় অস্পষ্টতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা লক্ষ করা গেছে
তথ্য শনাক্ত করা	গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য শনাক্ত করতে পেরেছে	২/১টি ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য শনাক্ত করতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শনাক্ত করতে পারে নাই
অনুমান	নতুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করতে পেরেছে	২/১টি ব্যত্যয় ছাড়া সকল নতুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করতে পেরেছে	অধিকাংশ নতুন শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করতে পারেনি
অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন	শোনা তথ্য থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনকরে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	২/১টি ব্যত্যয় ছাড়া শোনা তথ্য থেকে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোনা তথ্য থেকে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ ছক

(প্রযোজ্য ঘরে টিক √ চিহ্ন দিন)

(৩=উত্তম, ২=সন্তোষজনক, ১=সহযোগিতা প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর রোল নং	**মূল ভাব বোঝা**			**তথ্য শনাক্ত করা**			অনুমান			অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন		
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১
১												
২												
৩												
৪												
৫												

৩.৮ পড়ার দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন

পড়ার দক্ষতা হলো কোনো লেখা বা পাঠ্য অংশ পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারার দক্ষতা। এটি শুধু শব্দ চিনতে পারা নয় বরং লেখার প্রধান ভাব, তথ্য, উদ্দেশ্য এবং উপসংহার বোঝার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী "আমার সোনার বাংলা" কবিতাটি পড়েছে। পড়ার পর শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

- কবিতাটির মূল বক্তব্য কী?
- কবিতায় কবি কীভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন?
- কবির দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

যদি শিক্ষার্থী সঠিকভাবে কবিতার অর্থ বুঝতে পারে তাহলে সে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে পারবে এবং বোঝা যাবে যে, তার পড়ার দক্ষতা ভালো। কিন্তু যদি সে শুধু কবিতাটি পড়তে পারে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে না পারে, তবে তার পড়ার দক্ষতার উন্নতি প্রয়োজন।

উদাহরণ

পাঠের শিরোনাম	: ষষ্ঠ শ্রেণির উপযোগী টেক্সট
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: পঠিত বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: উল্লেখ নেই
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: উল্লেখ নেই
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: পাঠ ও মূল বক্তব্য লিখন
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: প্রশ্ন, রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: পড়ার দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করা, পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করা, পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

প্রিয় নওরিন
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় তুমি প্রথম স্থান অধিকার করেছো। তোমার সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনাটি বিচারকদের কাছে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। ভাবনাসমৃদ্ধ ও দিকদিশারি এ রচনাটির জন্য তোমাকে অভিনন্দন।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৫টায় ঢাকাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে অভিভাবকসহ উপস্থিত থাকার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হবে পরিবেশ সংক্রান্ত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে। তারপরই শুরু হবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানে তোমার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু উপস্থিত থাকতে চাইলে তাকেও আমাদের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চাইলে তাকে অবশ্য আগে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

অগ্রিম প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য ০১৭৩২৬৪৭৪৩৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা থাকবে।
কোনো কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারলে তা আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ রইলো। সে ক্ষেত্রে প্রাপ্য পুরস্কারটি আমরা তোমার বাসায় পাঠিয়ে দেব।
তোমার অসাধারণ রচনাটির জন্য আরো একবার তোমাকে অভিনন্দন জানাই। অবশেষে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে
আমিনুল ইসলাম
সভাপতি
ঢাকা যুব সমিতি

সূত্র: লাসি, ২০১৫

নির্দেশনা: উপর্যুক্ত চিঠিটি পাঠ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১. পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলে নওরিনের কী করা উচিত?

২. নওরিনের রচনাটি কোন বিষয়ের উপর লেখা হয়েছিল বলে তুমি মনে করো।

৩. পত্রটি লেখার মূল উদ্দেশ্য তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো।

মূল্যায়ন রুবিক্স

মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	উত্তম	সন্তোষজনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করা	পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করতে পেরেছে	কিছু ব্যত্যয় ছাড়া পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করতে পেরেছে	পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করতে পারে নাই
পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করা	পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করতে পেরেছে	কিছু ব্যত্যয় ছাড়া পঠিত বিষয়ের তথ্য তথ্য অনুধাবন করতে পারে নাই	পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করতে পারে নাই
পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ	পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠের মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছে	কিছু ব্যত্যয় ছাড়া পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠের মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছে	পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঠের মর্ম উদ্ধার করতে পারে নাই

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ ছক

(প্রযোজ্য ঘরে টিক √ চিহ্ন দিন)

শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	পঠিত বিষয়ের তথ্য স্মরণ করা			পঠিত বিষয়ের তথ্য অনুধাবন করা			পঠিত বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন		
	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন	উত্তম	সন্তোষ জনক	সহযোগিতা প্রয়োজন
১									
২									
৩									
৪									
৫									

৩.৯ আবেগিক দক্ষতার গাঠনিক মূল্যায়ন

আবেগিক দক্ষতা হলো অন্যদের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা। এটি মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলা, সহযোগিতা করা, সহমর্মিতা দেখানো, দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে যথাযথ আচরণ করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

ধরা যাক, একদল শিক্ষার্থী স্কুলের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।

- **সোহান** সবার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ ভাগ করে দেয়।
- **তামান্না** নতুন সদস্যদের উৎসাহ দেয় এবং কোনো সমস্যা হলে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।
- **রাজিব** যখন দেখে একজন সদস্য কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে, তখন সে তাকে উৎসাহিত করে।

উপরের শিক্ষার্থীদের আচরণই আবেগিক দক্ষতার উদাহরণ। তারা কার্যকরভাবে অন্যদের সঙ্গে মেশার, সহযোগিতা করার এবং ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা দেখিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষাথী শুধু মেধাবী হলেই হবে না তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি (আবেগীয় ক্ষেত্র) মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল বিবেচনায় বেশ কিছু গুণাবলি ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—

- শৃঙ্খলা: শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ

- নেতৃত্ব: দলের সফলতার জন্য চেষ্টা করা বা দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বা দলনেতার আদেশ মেনে চলা
- সততা: শ্রেণি কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন
- সহযোগিতা: সহপাঠীর শিখনে সাহায্য করা বা শিক্ষককে সাহায্য করা
- সক্রিয় অংশগ্রহণ: শ্রেণি কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকা
- সহিষ্ণুতা: সহপাঠীর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনা বা সহপাঠীর দুর্বলতাকে হেয় না করা
- সময়ানুবর্তিতা: সময়মত উপস্থিতি ইত্যাদি

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। যেমন— দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও পরিদর্শন, জাতীয় দিবস উদযাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউটস, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মূল্যবোধ সর্ম্পকে একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। এজন্য বছরের শুরুতেই আমরা একটি চেকলিস্ট তৈরি করে নিতে পারি এবং শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গুণাবলী অর্জনে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারি এবং প্রয়োজনে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে এসব গুণাবলী অর্জনে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি।

আবেগিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট

‘ক’ = আতি উত্তম, ‘খ’ = উত্তম, ‘গ’ = উন্নয়ন প্রয়োজন (‘গ’ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং করতে হবে)								
পরিচিতি নম্বর/ রোল নম্বর	শৃঙ্খলা	নেতৃত্ব	সততা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহিষ্ণুতা	সময়ানুবর্তিতা	মন্তব্য
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								

গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

৩.১০ অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুসন্ধানমুলক কাজের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে অনুসন্ধানমূলক কাজের ক্ষেত্রে পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। পর্যায়গুলো হচ্ছে—

ক. সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ

খ. পরিকল্পনা প্রণয়ন

গ. তথ্য সংগ্রহ

ঘ. তথ্য বিশ্লেষণ

ঙ. প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্ব প্রথমে কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি কিভাবে, কী দিয়ে, কখন করতে হবে—এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রণয়ন করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষাথী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ বাংলা বিষয়ের দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গাঠনিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে আমরা কার্যকরভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজের ব্যবহার করতে পারি।

উদাহরণ

পাঠের শিরোনাম	: আর্থ সামাজিক শ্রেণি ও পেশা
শ্রেণি	: ষষ্ঠ
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: আর্থ সামাজিক শ্রেণি ও পেশার পরিচয় দিতে পারবে
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: আর্থ সামাজিক শ্রেণি ও পেশা
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: বহিরঙ্গান অনুশীলন
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: পর্যবেক্ষণ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: লেখা, বলা ও আবেগিক দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন, তথ্য বিন্যস্তকরণ ও বিশ্লেষণ, ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য, কাজে আগ্রহ ও উদ্যম, মনোযোগ, সহযোগিতামূলক মনোভাব, দলগত কাজে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান, যাচাইপ্রবণতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সততা **(আপনি প্রয়োজনমতো বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে নিতে পারেন)**

এটি একটি বহিরাঞ্জান অনুশীলন। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই কাজটি দলগতভাবে সম্পাদন করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

উদাহা

কাজের শিরোনাম: নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের তথ্যের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও পেশা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

পরিকল্পনা প্রস্তুত

কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সবার্ধিক মাত্রার সম্পৃক্ততা কাম্য। তবে শ্রেণিভেদে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। এই কাজটি যেহেতু ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সেহেতু তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা শিক্ষক প্রণয়ন করে দিবেন।

তথ্য সংগ্রহ

শিক্ষক কাজটি সম্পাদনের প্রক্রিয়া বলে দিবেন এবং প্রশ্নমালা তৈরি করে দিবেন। কাজটি শিক্ষার্থীরা একক ও দলগতভাবে করবে। শিক্ষক সমগ্র পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক দলের (৫/৭ জনের) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেবেন এবং পরিকল্পনাটি যথাসময়ে সম্পাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

একাজ সম্পন্ন করতে-

- শিক্ষার্থীরা সুবিধামতো সময়ে এককভাবে নিজ পরিবার এবং একটি প্রতিবেশি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করবে;
- নিরাপত্তার প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিবে;
- সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নমালা নিজেই পূরণ করবে;

মূল্যায়ন

তথ্য সংগ্রহ শেষ হলে

- পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে দলের সদস্যরা ক্লাসরুমে মিলিত হবে এবং প্রত্যেকের সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করবে;
- সম্পাদিত কার্যাবলির আলোচনা-পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজেরাই শনাক্ত করবে;
- প্রয়োজনে ত্রুটি সংশোধন করবে;
- শিক্ষক উপস্থিত থেকে পরামর্শ দেবেন এবং প্রত্যেকের নিকট দলের সকল তথ্য উপাত্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন

সর্বশেষে দলগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককভাবে সমস্ত কর্মকাণ্ডের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু হবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বিবরণ। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনের কাঠামো শিক্ষক সরবরাহ করবেন এবং ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন। প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময় শিক্ষক কাজ মূল্যায়ন করবেন।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ছক:

মূল্যায়ন নির্দেশক	**খুব ভালো**	**মোটামোটি**	**উন্নয়ন প্রয়োজন**
বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন			
তথ্য সংগ্রহ			
তথ্য বিন্যস্তকরণ ও বিশ্লেষণ			
প্রতিবেদন উপস্থাপন			
কাজে আগ্রহ ও উদ্যম, মনোযোগ			
সহযোগিতামূলক মনোভাব			
দলগত কাজে অংশগ্রহণ			
নেতৃত্ব প্রদান			
বুদ্ধিবৃত্তিক সততা-তথ্য রেকর্ড ও ব্যবহারে সততা			

৩.১১ বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন

আমরা প্রায়শই শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ প্রদান করে থাকি। গাঠনিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বাড়ির কাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারলে এটি শিক্ষার্থীদের লেখা ও পড়ার দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উদাহারণ

পাঠের শিরোনাম	: লোকজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
শ্রেণি	: ষষ্ঠ
শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত শিখনফল	: বিভিন্ন লোকজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে তার পরিচয় দিতে পারবে।
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত বিষয়বস্তু	: লোকজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
শিক্ষাক্রমে সুপারিশকৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম	: বহিরঙ্গাণ অনুশীলন হিসেবে লোকশিল্প মেলা, লোকজ গানের অনুষ্ঠান, নববর্ষ উদযাপন, পৌষপার্বণ, গ্রামীণ বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ।
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি	: বাড়ির কাজ পর্যবেক্ষণ
গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস	: রুব্রিক্স
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	: লেখা ও আবেগিক দক্ষতা
মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	: বানানের শুদ্ধতা, বাক্যের গঠন, যতিচিহ্নের ব্যবহার, সাধু-চলিতের মিশ্রণ, শব্দচয়ন দক্ষতা, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা, সততা

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা পরিবারের সদস্যদের অভিজ্ঞতা শুনে কোনো মেলা/বিয়ে/জন্মদিন/গানের অনুষ্ঠানের বর্ণনা অনধিক ৩০ বাক্যের মধ্যে লিখে আনার নির্দেশনা প্রদান। কোনোভাবেই পাঠ্যপুস্তক/গাইডবই/অন্য কারো সহায়তা নেওয়া যাবে না। সময়: ২ দিন

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ছক:

শিক্ষার্থীর রোল নং	মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (লেখার দক্ষতা)						মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (আবেগিক দক্ষতা)	
	বানানের শুদ্ধতা	বাক্যের গঠন	যতিচিহ্নের ব্যবহার	সাধু-চলিতের মিশ্রণ	শব্দচয়ন দক্ষতা	বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা	সময়মত জমা দিয়েছে	নিজে নিজে করেছে
১								
২								
৩								
৪								

** অগ্রগতির প্রয়োজন হলে টিক চিহ্ন দিতে হবে

৪. ফলাবর্তন (Feedback)

৪.১ ফলাবর্তনের ধারণা

ফলাবর্তন শিখন-শেখানো র্কাযক্রম এবং গাঠনিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অবচ্ছিদ্যে অংশ। বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা (সবলতা ও দুর্বলতা) নিরূপণের পর ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীকে তার শিখন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি রয়েছে তাদেরকে শিখন অর্জনের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শিখনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে পারে। ফলাবর্তন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিক হওয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্যসহ কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শ থাকে।

ফলাবর্তন প্রদানের পূর্বে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে—

- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের সবল দিক কী?
- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের দুর্বল দিক কী?
- শিখন দুর্বলতা কাটিয়ে শিক্ষার্থী কীভাবে আরও ভালো করতে পারে?
- শিক্ষার্থীর কাজকে অন্য শিক্ষার্থীর কাজের সাথে তুলনা না করে কীভাবে একটি আদর্শ কাজের সাথে তুলনা করা যায়?

৪.২ ফলাবর্তনের ধরন

ফলাবর্তন আনুষ্ঠানিক (Formal) এবং অনানুষ্ঠানিক (Informal) দু'ভাবেই সংঘটিত পারে।

ক. অনানুষ্ঠানিক ফলাবর্তন হতে পারে-

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতিনিয়ত আলোচনা
- দু'জন শিক্ষার্থীর মধ্যকার আলোচনা
- সতীর্থের মধ্যকার আলোচনা ইত্যাদি।

খ. আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তন হতে পারে-

- লিখিত মতামত প্রদান

৪.৩ কার্যকর ফলাবর্তনের বৈশিষ্ট্য

তাৎক্ষণিক : শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত হওয়ার পর বা মূল্যায়নের পর যত দ্রুত সম্ভব ফলাবর্তন প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। তা না হলে শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সুনির্দিষ্ট : ফলাবর্তন হতে হবে সুনির্দিষ্ট। শিক্ষার্থী ঠিক যে ক্ষেত্রে (কাজ, পদ্ধতি/প্রক্রিয়া বা আচরণ) ভুল করেছে বা উন্নয়ন করা প্রয়োজন ঠিক সেখানে ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে।

বোধগম্য : ফলাবর্তন হতে হবে বোধগম্য। শিখন অর্জনের জন্য কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা যেন শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নযোগ্য : ফলাবর্তন প্রদানের সময় লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষার্থী যেন ফলাবর্তন পাবার পর তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

৪.৪ ফলাবর্তন কৌশল

কার্যকর ফলাবর্তন প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশনামূলক বাক্য/বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ফলাবর্তনের উদ্দেশ্য	ফলাবর্তনে ব্যবহৃত নির্দেশনামূলক বাক্য/বাক্যাংশ
উত্তরের সঠিকতা নিশ্চিত করা ও পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান	উত্তর ঠিক, এবার এটিকে উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত কর....
ভুল/ত্রুটি সংশোধন	ভালো চেষ্টা কিন্তু এটি সঠিক নয়; আসলে সঠিক উত্তরটি হবে ...
তথ্য প্রদান	তুমি আসলে যা বোঝাতে চেয়েছো তা কাছাকাছি হয়েছে, তবে সঠিক বিষয়টি হলো ...
শিখন ফোকাসে আনা	তোমার উত্তরে যে বিষয়গুলি এসেছে তা সবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তুমি এই (নির্দিষ্ট ফোকাসটি উল্লেখ করে) দিকটাতেই ফোকাস কর...
শিখনের দিক পরিবর্তন	তুমি সুন্দরভাবে উপাদানগুলি বর্ণনা করেছ, এবার এদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার/বোঝানোর চেষ্টা করো।

৪.৫ কার্যকর ফলাবর্তনের বিবেচ্য বিষয়

- ফিডব্যাক প্রদানের সময় শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা ও শিখন চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষকের সচেতন থাকা আবশ্যক;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদানকালে শিক্ষার্থীর মতামত উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত;
- শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিলে তাদের কোনো না কোনো ভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত;
- শিক্ষার্থীরা যদি ভুল উত্তর দেয় তবে তাদের তিরস্কার বা নিরুৎসাহিত না করে উন্নয়নের ক্ষেত্রটি ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজন;
- মনে রাখতে হবে ফলাবর্তন কাজের ওপর, ব্যক্তির ওপর নয়;
- লিখিত ফলাবর্তনের তুলনায় মুখোমুখি ফলাবর্তন প্রায়শই বেশি কার্যকর হয়। কারণ মুখোমুখি ফলাবর্তনে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে;
- বাহ্যিক পুরস্কার (স্টিকার, চকলেট ইত্যাদি) ও সম্পাদিত কাজের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যা অন্যদের সাথে অনাবশ্যক/অনাকাঙ্ক্ষিত তুলনাকে উৎসাহিত করে;
- ফলাবর্তন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে তুলনা না করে বরং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের গুণগত মানোন্নয়নে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে তুলনা মানসিক চাপ বা হীনমন্যতার কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগের কাজ ও পরবর্তী কাজের মধ্যে তুলনা করে শিখন সহযোগিতা যাচাই করতে পারেন।

৪.৬ কার্যকর ফলাবর্তনের উদাহরণ

বাংলা বিষয়ের একজন শিক্ষক নিচের বিষয়ে একটি পত্র লিখতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

- বড় বোনের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য বন্ধুকে একটি পত্র লিখ।

একজন শিক্ষার্থীর লিখিত উত্তর হচ্ছে নিম্নরূপ-

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ঢাকা মানিকগঞ্জ

শ্রদ্ধেয় জাহিদ,

প্রথমে আমার সালাম নিও। আশাকরি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তুমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে যে আগামী ২০-০২-২০২৫ তারিখে আমার বড় বোনের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে তোমার উপস্থিতি কামনা করেছি। কিন্তু তুমি দু'দিনই আগে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। বাবা-মা আমাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন। তুমি আসিলেই জানিতে পারিবা।

আজকের মতো বিদায়। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম দিবে। আজ এ পর্যন্ত। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
তরুণ

শিক্ষার্থীর লেখা পত্রটি তিনজন শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়। একই উত্তর মূল্যায়ন করে তিনজন শিক্ষক উত্তরপত্রে নিম্নরূপ ফলাবর্তন প্রদান করেন।

শিক্ষক-ক	শিক্ষক-খ	শিক্ষক-গ
আরও ভালো করার চেষ্টা করো।	তোমার লেখার বিষয়বস্তু ঠিক আছে। তবে পত্র লেখার গঠনগত বিষয়ে কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। স্থান,তারিখ , সম্বোধন ,ভাষারীতি , বানান এবং সমাপ্তিতে ভুল হয়েছে। খাম এঁকে প্রাপক ও প্রেরকের ঠিকানা লেখা হয় নি। পরবর্তীতে পত্রলিখনের নিয়ম অনুসরণ করে ,ভাষারীতি ঠিক রেখে সঠিক বানানে পত্রটি লিখবে।	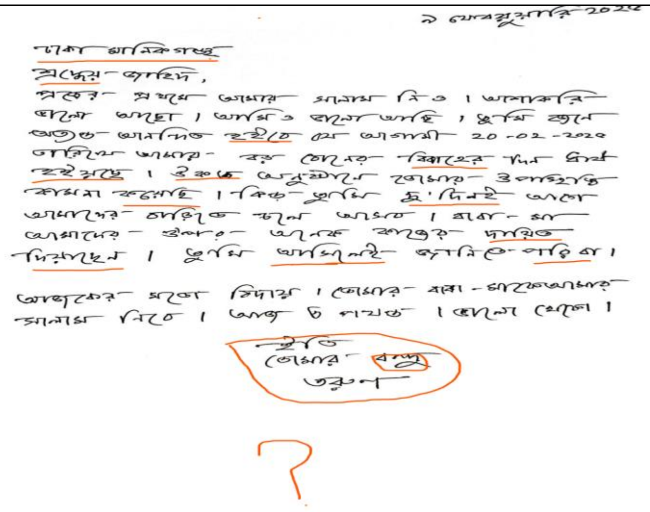

তিনজন শিক্ষকের মধ্যে কোন শিক্ষকের ফলাবর্তনকে আমরা কার্যকর ফলাবর্তন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি?

❖ শিক্ষক ক এর মন্তব্য কার্যকর নয়, কারণ—

- তার মন্তব্য সুনির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উত্তরের কোন দিক বা অংশ ভালো করতে হবে সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি
- শিক্ষার্থীর কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দরকার সে বিষয়ে তিনি কোনো পরামর্শ দেননি

❖ শিক্ষক খ এর মন্তব্য অধিক কার্যকর। কারণ তিনি—

- স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন।
- সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন
- আরও উন্নতি করার জন্য শিক্ষার্থীর করণীয় কী হতে পারে তার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন

❖ শিক্ষক গ এর মন্তব্য যথেষ্ট কার্যকর নয়। কারণ তিনি—

- শুধু কিছু জায়গায় আন্ডারলাইন করেছেন। হতে পারে সেখানে কোনো সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যাগুলো কোন ধরনের সেটা বোঝার উপায় নেই
- শিক্ষার্থীকে কোনো পরামর্শ দেননি

৫. নিরাময়মূলক সহায়তা (Remidial Measures)

গাঠনিক মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা। এজন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে। শিখন ঘাটতির প্রকৃতি বিবেচনায় এসকল উদ্যোগের কিছু ভিন্নতা আছে। যেমন— কিছু উদ্যোগ হতে পারে শিক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে শিখন দুর্বলতা অবহিত করে কীভাবে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া। আবার কিছু উদ্যোগ হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে।

শিক্ষার্থীকে তার শিখনের সবলতা বা দুর্বলতা অবহিতকরণ এবং দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কৌশল হিসেবে ফলাবর্তন বিষয়ে আমরা পূর্বে জেনেছি। নিরাময়মূলক সহায়তা হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমষ্টি যেখানে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে তাদের শিখন ঘাটতি পূরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিরাময়মূলক সহায়তা বলতে এমন ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণকে বোঝায়, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সমাধান করে শিখন সহযোগিতা নিশ্চিত করে। শিখন শেখানো কার্যক্রমে নিরাময়মূলক সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করে তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন, সক্ষমতা এবং সমস্যা ভিন্ন। নিরাময়মূলক সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত শিখন অর্জন করতে পারে না তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা অত্যন্ত কার্যকর।

৫.১ নিরাময়মূলক সহায়তা কৌশল

নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি নির্ভর করে শিখন ঘাটতির প্রকৃতি, মাত্রা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। হতে পারে শ্রেণির অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কোনো একটি বিষয়ে শিখন ঘাটতি আছে, আবার হতে পারে শ্রেণির ১/২ জন শিক্ষার্থীর কোনো একটি বিষয়ে শিখন ঘাটতি আছে। দুটি পরিস্থিতিতে নিরাময়মূলক কার্যক্রম কি একই হবে? স্বভাবতই উত্তর হচ্ছে 'না। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক ক্লাসের প্রয়োজন হবে কারণ অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিখন ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষার্থীর সাথে ঘাটতি দূরীকরণে সরাসরি আলোচনা করতে পারেন।

বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা যে সকল নিরাময়মুলক কৌশল ব্যবহার করতে পারি, সেগুলো হচ্ছে—

ক. শিক্ষক কর্তৃক প্রত্যক্ষ নিরাময়মূলক সহায়তা: বিষয়বস্তুর কাঠিন্য বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় অনেক সময় নিরাময়মূলক সহায়তা ক্লাসে শিক্ষককে প্রত্যক্ষভাব ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষক এ ধরনের প্রত্যক্ষ সহায়তা তিনভাবে দিতে পারেন-

i. **ওয়ান টু ওয়ান** : পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে আলাদাভাবে সরাসরি আলাপ-আলোচনা (ওয়ান টু ওয়ান) ছাড়া তার শিখন দুর্বলতা কাটানো দুরূহ হতে পারে।

ii. **দলগত** : শিক্ষক যদি দেখেন যে, কোনো একটি শিখন ক্ষেত্রে শ্রেণির কিছু শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা আছে তাহলে ঐ শিখন ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক কার্যক্রম হিসেবে দলগত অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে দলগত আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

iii. **পুরো শ্রেণি** : শ্রেণির অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কোনো একটি বিষয়ে শিখন ঘাটতি পরিদৃষ্ট হলে পুরো শ্রেণির জন্য নিরাময়মূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, নিরাময়মূলক ক্লাস।

খ. পারগ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে নিরাময়মুলক সহায়তা:

এই প্রক্রিয়া আপনার সময় ও সাধ্যের সাথে ক্লাস লোডকে সমন্বয় করতে সহায়তা করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠীর সাথে তার শিখন সমস্যা শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে বিষয়বস্তুর কাঠিন্য, সহপাঠীদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

গ. শিখন কৌশলের পরিবর্তনের মাধ্যমে নিরাময়মূলক সহায়তা: যখন অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বারংবার শিখন ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয় তখন আপনার টিচিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে শিখন কৌশলের পরিবর্তনই হতে পারে কার্যকর নিরাময় কৌশল।

৫.২ নিরাময়মূলক কৌশল ব্যবহারের সময় বিবেচ্য বিষয়

ক. শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নের জন্য আপনার প্রথম কাজ হবে তার/তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নয়ন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষকের সাথে সহজ সম্পর্ক না থাকলে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় না বুঝলেও শিক্ষকের সহায়তা চায় না; নিজেকে গুটিয়ে রাখে। শিক্ষকের সাথে সহজ, আস্থাপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করতে পারে, শিক্ষকের কাছে বাড়তি সহায়তা চাইতে পারে।

খ .সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক:

শিখন সহায়তা প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থী ও তার সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব ও আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে শিক্ষার্থী তার সহপাঠীর কাছে সহায়তা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে শিখন সহায়তা প্রয়োজন এমন শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও সহপাঠীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য শিক্ষককে উদ্যোগ নিতে হবে।

গ. বিশ্বাস ও আস্থা:

শিক্ষার্থীর আবেগীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও এ ধরনের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা কার্যকর। পারস্পরিক বিশ্বাস এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। আচরণগত সমস্যায় ভুগছে— এ ধরনের শিক্ষার্থীর আচরণের পিছনের কারণ বোঝার জন্য শিক্ষককে মনোযোগী হতে হয়। এক্ষেত্রে সমালোচনা/নেতিবাচক মন্তব্য বা কঠোর শাসনের পরিবর্তে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেই তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবমূর্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

ঘ. ন্যায্যতা নিশ্চিত করা:

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণ অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের দিকেই নজর দেন বেশি অথচ সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষককে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের দিকে একটু বাড়তি নজর দেওয়াটাই অধিক প্রাসঙ্গিক।

ঙ .আগ্রহ ও প্রেষণা:

শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ বিষয় সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ ও প্রেষণার অভাব। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললে ক্লাসেও সে মনোযোগী হয় না কিংবা বাড়িতেও পড়াশোনা করে না। ফলে শিক্ষার্থী শিখনে পিছিয়ে পড়ে। আবার অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একটি দুষ্টুচক্র কাজ করে। শিক্ষার্থী কোনো কারণে যদি একটি বিষয়ের পরীক্ষায় খারাপ করে তখন সে ঐ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আগ্রহ হারিয়ে সে ঐ বিষয়ে অমনোযোগী হয় এবং আবার পরীক্ষায় খারাপ করে। এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষক চেষ্টা করবেন বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ফিরিয়ে আনার বা বাড়ানোর। এক্ষেত্রে শিখন অগ্রসরতার জন্য শিক্ষক কোনো একটি প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখেন যা শিক্ষার্থীর মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকে। শিক্ষার্থীর অল্প সাফল্যেই তাকে প্রশংসা, হাততালি ইত্যাদি প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে। কোনো বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক নিজে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ ও আবেগ প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক যখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তখন তার ইতিবাচক প্রাণশক্তি শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চারিত হয়।

চ. প্রকাশ দক্ষতার উন্নয়ন:

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী জানে না কীভাবে শিখতে হয়। কেননা যথাসময়ে কোনো বিষয় শেখা বা বোঝার জন্য যে শিখন দক্ষতা দরকার হয় সেই দক্ষতা সে অর্জন করতে পারেনি। যেমন— অনেক বিষয়ে নতুন কোনো ধারণা শেখার জন্য শিক্ষার্থীর পঠন (পড়ার) দক্ষতা জরুরি। পঠন দক্ষতার দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থী হয়তো শ্রেণিকক্ষে পড়ার কাজটি সময়মত শেষ করতে পারে না অথবা বিষয়টি আদৌ বুঝতে পারে না। শিক্ষক বোঝার চেষ্টা করবেন শিক্ষার্থীর এরকম কোনো শিখন দক্ষতার দুর্বলতা রয়েছে কিনা। শিক্ষার্থীর শিখন-দক্ষতায় কোনো দুর্বলতা থাকলে শিক্ষক সেটি দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। আবার অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা হয়তো একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝেছে কিন্তু লেখা বা বলার সময় ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছে না। এরকম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে লেখা ও বলা দক্ষতার উন্নয়ন করার দিকে জোর দিতে হবে।

ছ. বৈচিত্র্যময় শিখন কৌশল ব্যবহার:

শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া রোধ করতে শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষক-শিক্ষাক্রম গাইডে নির্দিষ্ট শিখন শেখানো কৌশলের সুপারিশ করা আছে। হয়তো শিক্ষক ঐ শিখন শেখানো কৌশলই অনুসরণ করছেন। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় কোনো কোনো শিক্ষার্থী হয়তো ঐ নির্দিষ্ট শিখন-শেখানো কাজে অভ্যস্ত হতে পারছে না এবং শিখতে পারছে না। এমতাবস্থায় শিক্ষক শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন আনবেন কিংবা নতুন কিছু যোগ করবেন যাতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

পরিশিষ্ট: শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন দক্ষতা ও শিখনফলের তালিকা

১. দক্ষতা

১.১ শোনা

১. শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শুনে প্রমিত উচ্চারণে তা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩. উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পাঠ-অনুশীলন করতে পারবে।
৪. ভাষার বিভিন্ন উপাদান (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য) শুনে সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে।
৫. নতুন নতুন শব্দ শুনে প্রয়োগ করতে পারবে।
৬. বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শোনার দক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
৭. সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রুতিগ্রাহ্য রূপের (আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি) সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৮. মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও মহত্ত্বের কাহিনি শুনে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
৯. দেশপ্রেমমূলক বিভিন্ন ভাষণ, আলোচনা, সংগীত প্রভৃতি শুনে দেশাত্মবোধের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
১০. শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।
১১. মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি শুনে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে শুনে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
১৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা শুনে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে।

১.২ বলা

১. বাংলা ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহিমা ব্যক্ত করতে পারবে।
২. শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪. উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পাঠ-অনুশীলন করতে পারবে।
৫. ভাষার বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় দিতে পারবে।
৬. ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা উপস্থাপন করতে পারবে।
৭. নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতে পারবে।
৮. শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে ও যথাযথ বিন্যাসে প্রয়োগ করতে পারবে।
৯. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারবে।
১০. প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।
১১. বিভিন্ন ধরনের বাচনশৈলী উপস্থাপন করতে পারবে।
১২. যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।
১৩. বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।
১৪. পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পঠিত বিষয় উপস্থাপন করতে পারবে।
১৫. পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করে স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১৬. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় তুলে ধরতে এবং রস উপলব্ধি করে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৭. বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
১৮. অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১৯. নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিতে পারবে।
২০. জীবজগতের প্রতি মমত্বের পরিচয় দিতে পারবে।
২১. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।
২২. বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে।

২৩. দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৪. আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৫. শিশুর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৬. নারী ও নারীর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।
২৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।
২৮. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ব ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারবে।
২৯. পরিবেশ চেতনার পরিচয় দিতে পারবে।
৩০. বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।
৩১. জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারবে।

১.৩ পড়া

১. বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পড়ে মহিমা ব্যক্ত করতে পারবে।
২. উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পাঠ-অনুশীলন করতে পারবে।
৩. ভাষার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে পাঠ করে সেগুলোর পরিচয় দিতে পারবে।
৪. ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা রীতি পদ্ধতি পাঠ করে উপস্থাপন করতে পারবে।
৫. নতুন নতুন শব্দ পড়ে প্রয়োগ করতে পারবে।
৬. শুদ্ধ বাক্য গঠনরীতি পাঠ করে প্রয়োগ করতে পারবে।
৭. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য পড়ে পার্থক্য নিরূপণ করতে এবং প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।
৮. যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পড়ার দক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
৯. পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পঠিত বিষয় উপস্থাপন করতে পারবে।
১০. পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করে স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১১. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণি পাঠ করে তার পরিচয় তুলে ধরতে এবং সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২. বিভিন্ন বিষয় পাঠ করে অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১৩. নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির বিষয় পাঠ করে তার পরিচয় দিতে পারবে।
১৪. জীবজগৎ সম্পর্কে পড়ে তাদের প্রতি মমত্বের পরিচয় দিতে পারবে।
১৫. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসংক্রান্ত পাঠের অনুসরণে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারবে।
১৬. বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে পড়ে সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে।
১৭. দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পড়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
১৮. আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে পাঠ করে তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
১৯. শিশু-সম্পর্কিত বিষয় পাঠ করে তাদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণের প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
২০. নারী এবং নারীর কর্ম ও অবদান-সম্পর্কিত রচনা পাঠ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পারবে।
২১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে পড়ে শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।
২২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সমস্যা পড়ে মমত্ব ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারবে।
২৩. পরিবেশ চেতনাবিষয়ক রচনা পড়ে পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারবে।
২৪. বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়ে সেগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে।
২৫. তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক রচনা পাঠ করে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।

১.৪ লেখা

১. বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখে প্রকাশ করতে পারবে।
২. শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. শুদ্ধ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে লিখতে পারবে।
৪. ভাষার নিয়ম-শৃঙ্খলা উপস্থাপন করতে পারবে।
৫. নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে পারবে।
৬. শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে ও যথাযথ বিন্যাসে প্রয়োগ করতে পারবে।
৭. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে ও প্রমিত চলিত রীতিতে লিখতে পারবে।
৮. বিভিন্ন ধরনের রচনাশৈলী উপস্থাপন করতে পারবে।
৯. যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।
১০. বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।
১১. পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠের বিষয় উপস্থাপন করতে পারবে।
১২. পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করে স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১৩. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় তুলে ধরতে এবং সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪. বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
১৫. অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
১৬. নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিতে পারবে।
১৭. জীবজগতের প্রতি মমত্বের পরিচয় লিখে প্রকাশ করতে পারবে।
১৮. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুভূতি লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারবে।
১৯. বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে।
২০. দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব লিখে প্রকাশ করতে পারবে।
২১. আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২২. শিশুর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৩. নারী এবং নারীর কর্ম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব লিখে প্রকাশ করতে পারবে।
২৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।
২৫. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ব ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারবে।
২৬. পরিবেশ চেতনা ও সংরক্ষণের বিষয়টি লিখে প্রকাশ করতে পারবে।
২৭. বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির লিখিত বর্ণনা দিতে পারবে।
২৮. তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের লেখায় বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারবে।

৫. প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
১	বাংলা ভাষার গুরুত্ব ব্যক্ত করতে পারবে।	বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য ও মহিমা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহিমা ব্যক্ত করতে পারবে।
২	বিভিন্ন ভাষণ ও আলোচনা শুনে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন ভাষণ, আলোচনা, নির্দেশনা ও বিতর্ক শুনে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রুতিগ্রাহ্য রূপের (আবৃত্তি, নাটক, সংগীত ইত্যাদি) সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ও অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে।	শ্রুতিগ্রাহ্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩	প্রমিত বাংলা উচ্চারণ শুনে তা প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রমিত বাংলা উচ্চারণের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে।	বাচনকলায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারবে।	শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শুনে ও পড়ে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪	প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করতে পারবে	ভাব অনুযায়ী প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করতে পারবে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমিত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করতে পারবে।	উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার পাঠ-অনুশীলন করতে পারবে।
৫	প্রমিত বাংলা বানানের সাধারণ নিয়ম উল্লেখ করতে পারবে।	প্রমিত বাংলা বানানের সাধারণ নিয়ম উল্লেখ ও প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রমিত বাংলা বানানের সাধারণ নিয়ম উল্লেখ এবং সাবলীলভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।	শুদ্ধ, সুন্দর ও প্রমিত বানানে সাবলীলভাবে লিখতে পারবে।
	সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে পারবে।	পৃষ্ঠায় যথাযথ মার্জিন এবং শব্দ, বাক্য ইত্যাদির মধ্যে যথাযথ ব্যবধান রক্ষা করে সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখতে পারবে।	পৃষ্ঠায় যথাযথ মার্জিন এবং শব্দ, বাক্য ইত্যাদির মধ্যে যথাযথ ব্যবধান রক্ষা করে সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে দ্রুত লিখতে পারবে।	
৬	বাংলা ভাষার ধ্বনি, ধ্বনির প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার ধ্বনি, ধ্বনির প্রকারভেদ এবং তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার ধ্বনি, ধ্বনির প্রকারভেদ এবং তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ ও প্রয়োগ করতে পারবে।	ভাষার বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে ও সেগুলোর পরিচয় দিতে পারবে।
	বাংলা ভাষার শব্দ, শব্দের গঠন-প্রণালী উল্লেখ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার শব্দ, শব্দের প্রকারভেদ ও অর্থগত শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ ও প্রয়োগ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার শব্দ, শব্দের উৎস, শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহার ও বাগর্থ উল্লেখ ও প্রয়োগ করতে পারবে।	
	বাংলা বাক্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।	বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে এবং বাক্য পরিবর্তন করতে পারবে।	অর্থ অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদে চিহ্নিত করতে ও বিভিন্নার্থক বাক্য গঠন করতে পারবে।	

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
৭	বিরামচিহ্ন চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে [বিবৃতি, প্রশ্ন ও বিস্ময়সূচক বাক্যে]	বিরামচিহ্ন চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে [কমা ও ঊর্ধ্ব কমা]।	বিরামচিহ্ন চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে [কমা, সেমিকোলন, কোলন, হাইফেন ও ড্যাশ]।	ভাষার নিয়মশৃঙ্খলা উপস্থাপন করতে পারবে।
৮	ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা বই থেকে নতুন নতুন শব্দ চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে।	সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই থেকে নতুন নতুন শব্দ চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে।	অষ্টম শ্রেণির বাংলা বই থেকে নতুন নতুন শব্দ চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে।	নতুন নতুন শব্দ শুনে ও পড়ে প্রয়োগ করতে পারবে।
৯	শুদ্ধ বাক্য গঠন ও প্রয়োগ	শুদ্ধ বাক্য গঠন ও প্রয়োগ করতে	শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে ও যথাযথ	শুদ্ধ বাক্য গঠন করতে ও

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
	করতে পারবে (সরল ও জটিল বাক্য)	পারবে (জটিল ও যৌগিক বাক্য)	বিন্যাসে প্রয়োগ করতে পারবে।	যথাযথ বিন্যাসে প্রয়োগ করতে পারবে।
১০	বাংলা ভাষার চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।
	বাংলা ভাষার চলিত রীতির সাহিত্য পড়তে পারবে।	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির সাহিত্য পড়তে পারবে।	বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির সাহিত্য পড়তে পারবে।	
	প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।	প্রমিত চলিত রীতি প্রয়োগ করতে পারবে।	
১১	পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।	সংবাদ পাঠ, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদির বাচনগত পার্থক্য চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে।	সংবাদ পাঠ, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদির রচনাশৈলী ও বাচনশৈলীগত পার্থক্য চিহ্নিত ও প্রয়োগ করতে পারবে।	বিভিন্ন ধরনের রচনাশৈলী ও বাচনশৈলীর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে পারবে।
১২	পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যোগাযোগ করতে ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে।	পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারবে।	ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।	যোগাযোগ-মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার করতে পারবে।
	ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে ও পড়তে পারবে।	ব্যক্তিগত চিঠি ও আবেদনপত্র পড়তে ও লিখতে পারবে।	ব্যক্তিগত চিঠি, আবেদনপত্র, নিমন্ত্রণপত্র, বিজ্ঞপ্তি পড়তে ও লিখতে পারবে।	
১৩	পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠের বিষয় উপস্থাপন করতে পারবে।	পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠের বিষয় উপস্থাপন ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত পাঠের বিষয় উপস্থাপন ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
১৪	পঠিত বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	পঠিত বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা প্রয়োগ করতে পারবে।	পঠিত বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবে	পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন করে স্বকীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
১৫	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় দিতে পারবে।	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির সাধারণ পার্থক্য অনুধাবন করে উল্লেখ করতে পারবে।	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় তুলে ধরতে পারবে এবং সাহিত্যের রস উপলব্ধি করে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপশ্রেণির পরিচয় তুলে ধরতে এবং রস উপলব্ধি করে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৬	বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী জ্ঞানাত্মক ও আবেগিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে।
১৭	ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি রচনা করতে পারবে।	ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি রচনা করতে এবং দেয়ালিকা প্রকাশ করতে পারবে।	কবিতা, গল্প, নিবন্ধ রচনা করতে পারবে এবং স্কুলের বার্ষিকী, স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশে সম্পাদক হিসেবে	অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
			অংশ গ্রহণ করতে পারবে ।	
১৮	অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে ।	অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে ।	অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুভূতি বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করতে পারবে ।	নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিতে পারবে ।
	সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে ।	সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ।	ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক গুণাবলির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে ।	
১৯	প্রাণিকুলের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে পারবে ।	প্রাণিকুলের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করতে পারবে ।	পশু-পাখি ও জীবজন্তুর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ।	জীবজগতের প্রতি মমত্বের পরিচয় দিতে পারবে ।
২০	স্বদেশপ্রেমমূলক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার পরিচয় দিতে পারবে ।	স্বদেশপ্রেমের তাৎপর্য ব্যক্ত করতে পারবে ।	স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে ।	দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে ।
	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিতে পারবে ।	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিচয় দিতে পারবে ।	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিচয় দিতে এবং এর তাৎপর্য ব্যক্ত করতে পারবে ।	
	ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়- নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে ।	ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে ।	ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করতে ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ।	

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
	দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারবে ।	দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে ।	দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে ।	
২১	বাংলার সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে ।	বাংলার সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে ।	বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে ।	বাংলার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের সাধারণ পরিচয় দিতে পারবে ।
২২	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারবে ।	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করতে পারবে ।	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিতে পারবে এবং এ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে ।	দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে ।
২৩	আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও পেশার পরিচয় দিতে পারবে ।	আর্থ-সামাজিক পেশা গোষ্ঠীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে ।	আর্থ-সামাজিক পেশা গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে ।	আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-পেশা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও
	নারী-পুরুষের সমান	নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদার গুরুত্ব	নারীর গৌরবোজ্জ্বল অবদানের	

ক্রমিক	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রান্তিক শিখনফল
	মর্যাদার বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	উপলব্ধি করে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।	ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে পারবে।	সমমর্যাদার মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৪	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে পারবে।	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণের পরিচয় দিতে পারবে।	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশের বিভিন্ন উপায় ব্যক্ত করতে পারবে।	শিশুর প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে।
২৫	নারীর কর্মজগতের পরিচয় ব্যক্ত করতে পারবে।	বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করতে পারবে।	জাতীয় জীবনে নারীর কর্ম ও অবদানের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে।	নারী ও নারীর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।
২৬	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় দিতে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি ও ক্ষুদ্র পেশা গোষ্ঠীর পরিচয় দিতে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে।	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনবৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে।	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ শ্রেণি, ক্ষুদ্র পেশাগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।
২৭	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দিতে পারবে।	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জীবনযাত্রার সম্ভাব্য সমস্যা শনাক্ত করে ইতিবাচক আচরণ করতে পারবে।	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে এবং তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবে।	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি মমত্ব ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারবে।
২৮	পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারবে।	পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে।	পরিবেশ চেতনার পরিচয় দিতে পারবে।
২৯	বাংলাদেশের প্রতিবেশী কোনো দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতে পারবে।	বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বকীয় ধারণা প্রকাশ করতে পারবে।	বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি এবং নিজ দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে পারবে।	বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারবে।
৩০	বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।	জীবনাচরণে বিজ্ঞানমনস্ক হবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারবে।	জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবে।	জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারবে।